দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...12 AUG 1996...
পৃষ্ঠা... ...5... কলাম... 3...

শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

009

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলনক্সা

আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম। আমাদের ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংশোধনের তাগিদে বিশ্ব মুসলিম সমাজ প্রকৃত আন্দোলন গড়ে তুলেছে। তাই সেই শিক্ষার আন্দোলনকে বাস্তবায়ন করতে হলে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে ইসলামী বিষয়বস্তু স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রয়োজন পূর্ণ ও প্রকৃতভাবে পূরণ করতে সক্ষম হয়নি।

একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচালিত করতে হলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন।

(১) সর্বপ্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃত লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে স্থির করে সেই অনুযায়ী সকল নীতি ও ব্যবস্থা তৈরী করা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ নিয়মাবলীর অনুসারী হবেন।

(২) ইসলামী বিষয় ছাড়াও যে সকল বিষয় পড়ানো হবে তাও যেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত সহায়ক হয়। এটি হবে একটা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশের অধ্যয়নকারীদের অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা থাকবে।

(৩) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পরিবেশ হবে সম্পূর্ণ নির্মল। ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধূলা— এক কথায় সর্বাবস্থাতেই ইসলামী আচার-আচরণ চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের মাঝে ঘোড় সওয়ারী, সাঁতার, গাড়ী চালনা, ট্রেনিংসহ নানাবিধ উন্নয়নমূলক খেলাধূলা ও সামরিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে ছাত্রগণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সুপথে অগ্রসর হতে পারে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ট্রেনিং দিয়ে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা নিম্নবর্ণিত গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়। ইসলাম ও তার সভ্যতা নিয়ে সারা বিশ্বে বিজয়ী হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা। ইসলামী বিধান (কোরান ও হাদিসের অনুসারী) ও ইসলামী চরিত্র গঠনের পুরোপুরি অভ্যাস করা। লেখা, বক্তৃতা ও বিতর্ক ইত্যাদিতে যোগ্যতা অর্জন করা।

(৫) একমাত্র মাধ্যমিক স্তর পাস করা ছাত্ররাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নকাল হবে ৯ বছর। ৩টি স্তর হবে। ১ম স্তর ৪ বছর মেয়াদী, ২য় সত্র ৩ বছর মেয়াদী ও ৩য় স্তর ২ বছর হবে।

(৬) প্রথম স্তরঃ এই স্তর ৪ বছর মেয়াদী এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চারভাগে ভাগ করে শিক্ষা দিতে হবে। যেমনঃ ইসলামী আকায়েদ, ইসলামী জীবন পদ্ধতি, কোরআন, হাদিস, ফেকাহ শাস্ত্র, ইসলামের ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি জাতীয় বিষয়।

(৭) দ্বিতীয় স্তরঃ দ্বিতীয় স্তর হবে ৩ বছর মেয়াদী এবং এতে থাকবে ৫ টি অনুষদঃ (ক) তাফসীর (খ) হাদিস (গ) ফেকাহ শাস্ত্র (ঘ) কালাম শাস্ত্র (ঙ) ইসলামের ইতিহাস।

(ক) তাফসীর অনুষদে থাকবে, কোরান, তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস, কোরআনের বিভিন্ন অধ্যয়ন পদ্ধতি, উছুলে তাফসীর, কোরআনের বিস্তারিত বিষয়বস্তু ও গভীর অধ্যয়ন ইত্যাদি জাতীয় পাঠ্যসূচী

(খ) হাদিস অনুষদে থাকবে, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, হাদিস সংক্রান্ত অন্যান্য শাস্ত্র, ছয়খানা প্রধান হাদীস গ্রন্থ সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান।

(গ) ফিকহ্ শাস্ত্র অনুষদে থাকবে, উছুলে ফিকহ্, ফিকহ্ শাস্ত্রের ইতিহাস, আধুনিক আইনতত্ত্ব, অন্যান্য আইনের সাথে তুলনামূলক আলোচনা, চার মাজহাবের ফেকাহ্, কোরআন ও হাদিস থেকে সরাসরি আইন গ্রহণের স্বাভাবিক দক্ষতা।

(ঘ) কালাম শাস্ত্র অনুষদে থাকবে যুক্তিবিদ্যার মৌলতত্ত্ব, প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন শাস্ত্র, কালাম শাস্ত্রের বিধান ও তাতে কোরান হাদিসের বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা।

(ঙ) ইসলামের ইতিহাস অনুষদে থাকবে ইতিহাস দর্শন, ইতিহাস অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য, কোরআনের আলোকে ইতিহাস পড়ার নিয়মাবলী। ইবনে খলদুন থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা, আরব জগত, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস।

(৮) তৃতীয় সত্র ২ বছর মেয়াদী। উপরে উল্লেখিত অনুষদগুলেরা যে কোন একটি বিষয় দু'বছর গবেষণা করার পর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে হবে এবং তা বিশেষজ্ঞগণ প্রকৃত পরীক্ষার মাধ্যমে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করবেন।

(৯) এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একটি লাইব্রেরী থাকবে যাতে পাঠ্যসূচীর বিপুল সংখ্যক বই থাকবে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পাঠ্য নির্বাচনের জন্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি থাকা দরকার। প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনার জন্যে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

—শামিম আজাদ আনোয়ার
দরগা রোড, ত্রিশাল
ময়মনসিংহ